রবিবার ১৬ বৈশাখ ১৪১৯
২৯ এপ্রিল ২০১২
দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিদিন ৫০ লাখ টাকার বরবটি বিক্রি

বিকুল চক্রবর্ত্তী

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া। এখানকার কৃষক ব্যস্ত এখন বরবটি তুলা নিয়ে। নাচনী, কোনাগাঁও, শ্রীপুরসহ কমপক্ষে ২০টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার কৃষকের বাড়ির সামনে-পেছনে কোথাও একটুকরো জায়গা ফাঁকা নেই। যেদিকে তাকানো যায় শুধু লতানো বরবটি আর বরবটি। গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে এর বিস্তার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে, যা থেকে এ এলাকার মানুষ প্রতিদিনের অতিরিক্ত আয় আসছে ৫০ লক্ষাধিক টাকা। এগুলো বিক্রির জন্য এ এলাকায় গড়ে উঠেছে ৪টি বাজার, যা চলে ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। কুলাউড়ায় বরবটি চাষের সাফল্যের ইতিহাস বেশিদিন আগের না হলেও কৃষকদের ইচ্ছা, শ্রম আর লাভের কারণে বিগত কয়েক বছর থেকে ধারাবাহিকভাবে চাষ হয়ে আসছে। এখানে এতই বরবটি উৎপাদন হয় যে সিলেট বিভাগের মধ্যে প্রথম এবং দেশের মধ্যে অন্যতম বরবটি চাষের অঞ্চল হিসেবে খ্যতি লাভ করেছে কুলাউড়া।

এখন বরবটির ভরা মৌসুম। প্রতিদিনই বরবটি বড় হচ্ছে। আর তা বিক্রির জন্য বাড়ির পাশেই প্রতিদিন বসছে বাজার। কৃষকরা মাঠ থেকে বরবটি তুলে নিয়ে যায় এই বাজারে। কিন্তু এটি অন্য ফসলের চেয়ে একটু আলাদা। টাটকা ফসল পাইকারদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য কৃষকরা ভোর ৪ টায় ঘুম থেকে ওঠে শুরু করেন বরবটি তোলা। ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় তখন যেন নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। ঘরের বৌ-ঝি থেকে শুরু করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধরাও অংশ নেয় এই বরবটি তুলার কাজে। এরপর তা আঁটি আঁটি করে বেঁধে তুলে দেন পাইকারদের কাছে। প্রতিদিন বরবটির জন্য গড়ে ওঠা ব্রাম্মণ বাজার ও বরমচাল ইউনিয়নের ৪টি বাজারে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত পাইকার এসে বরবটি কিনে নিয়ে যান। ভোর ৫টা থেকে একটানা সকাল ৮টা পর্যন্ত চলে বরবটি কেনা-বেচা। বরবটির হাট বসে শ্রীপুর, কোনাগাঁও বিল্ডিং ও শ্রীপুর মাদ্রাসা বাজার। এছাড়া বেচা-কেনা হয় ব্রাহ্মণবাজার, বরমচাল ও ভাটেরা বাজারে। কৃষকরা জানান, এসব বাজারে প্রতিদিন ৪/৫ হাজার মণ বরবটি বিক্রি হয় যা থেকে প্রতি মৌসুমে কমপক্ষে ৫ কোটি টাকার বরবটি কেনা-বেচা হয়। ব্রাহ্মণবাজার, বরমচাল, ভাটেরা এই তিন ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার কৃষক বরবটি চাষের এ বিপ্লব ক্রমশ বাড়ছে। দিন দিন এ সবজি চাষে ঝুঁকছেন আশপাশ ইউনিয়নের কৃষকরা। অল্প সময়ে সল্প জায়গা ও কম পুঁজিতে ব্যাপক আয়ের এ ফসল চাষ করে আর্থিক সাফলতার চাকা সচল করতে সক্ষম হয়েছেন অনেকেই। তবে একাধিক কৃষক জানান, মৌসুমের শুরুতে বৃষ্টি না হওয়াতে ফলন অনেক কম হচ্ছে। চাষকৃত এলাকায় গভীর নলকূপ ও সেচ দিতে পারলে উৎপাদন আরো ভাল হত খাটুনি আরো কম হত। তা ছাড়া সরকারের কৃষি বিভাগ থেকে যদি সার, বীজ, কীটনাশক ও রোগ-বালাই সম্বন্ধে ধারণা ও সহযোগিতা দেয়া হলে তারা আরো সফল হবেন এবং এলাকার বেকার সমস্যা দূর হওয়াসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে ভূমিকার রাখতে পারবেন।

এ ব্যাপারে কুলাউড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সফর উদ্দিন জানান, বরবটি এ অঞ্চলের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বরবটি সম্পর্কে যেকোনো পরামর্শের জন্য আমরা কৃষকদের পাশে সব সময় আছি।